ব্রি ধান৬৪

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬৪ জিংক সমৃদ্ধ বোরো ধানের জাত। এ জাতটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট IR75382-32-2-3-3 এবং BR7166-4-5-3-2-5-5B1-92 এর মধ্যে সঙ্করাণের পর বংশানুক্রম সিলেকশান (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছে। এর কৌলিক সারি নং- BR7840-54-1-2-5। এ জাতটি ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বোরো মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

ব্রি ধান৬৪

জাতের বৈশিষ্ট্য

- অধিক ফলনশীল।
- গাছের উচ্চতা ১১০ সেমি।
- চালের মাঝারি মোটা এবং রঙ সাদা।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৬ গ্রাম।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৭.২%।
- চালে জিংক এর পরিমাণ ২৪ মিলিগ্রাম/কেজি।

জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৬৪ এর চালে উচ্চ মাত্রায় অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদান জিঙ্ক রয়েছে। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তাসহ নানাবিধ শারীরবৃত্তীক প্রক্রিয়ার জন্য জিঙ্ক অতি প্রয়োজনীয়। এর অভাবে শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যহত হয়; বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি যেমন, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। আমাদের দেশের শতকরা ৪০ ভাগের বেশী মানুষ বিশেষ করে শিশু ও নারীদের জিঙ্কের ঘাটতি রয়েছে। প্রচলিত উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতগুলোতে জিঙ্কের গড় পরতা পরিমান ১৫-১৬ মিলিগ্রাম। ব্রি ধান৬৪ তে জিঙ্কের পরিমান প্রচলিত জাতের চেয়ে কমপক্ষে ৮ মিলিগ্রাম বেশি। এ জাতের ভাত নিয়মিত খেলে আমাদের মত দেশগুলোর দরিদ্র মানুষের দৈনিক জিঙ্ক চাহিদার কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ পূরণ করা সম্ভব হবে। এ ধানের জাত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জিংকের অভাব জনিত অপুষ্টি লাঘবে টেকসই ভুমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

জীবনকাল: এ জাতের গড় জীবনকাল ১৫০-১৫২ দিন।

ফলন: হেক্টর প্রতি গড় ৬.০-৬.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ৭.০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই।

১. বীজ তলায় বীজ বপন : অগ্রহায়ণের ১ তারিখ থেকে ১৫ তারিখ (১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর)।

২. চারার বয়স : ৩৫-৪০ দিন।

৩. চারার সংখ্যা : প্রতি গুছিতে ২/৩টি।

৪. রোপণ দুরত্ব : ২০ সেমি ' ১৫ সেমি।

৫. সার ব্যবহস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৫.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
	৩৪.৫	১৩.৫	১৬.০	১৫.০	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিংক সালফেট, জিপসাম এবং অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপণের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. আগাছা দমন : রোপণের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. সেচ ব্যবস্থাপনা : চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৮. রোগবালাই দমন : ব্রি ধান৬৪ তে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিৎ।

৯. ফসল পাকা ও কাটা : বৈশাখ মাস (১৪ এপ্রিল থেকে ১৪ মে) ধান কাটার উপযুক্ত সময়। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে দেরি না করে ধান কেটে নেয়া উচিত।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd